আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

বসন্তকালীন সংখ্যা

ফাল্গুন – চৈত্র ১৪২৯

ফুল ফুটুক না ফুটুক বসন্ত কিন্তু সেই এসেই গেল। দেশে রাজ্যে যত গণ্ডগোলই থাকুক আকাশে বাতাসে কিছুটা অন্তত মাতনও যে সেই সঙ্গে লেগেছে , যত যাই হোক, বুক ঠুকে এটাই বা অস্বীকার করবে কে!

কথাটা হল চারপাশটাকে আমি-আপনি যত উড়িয়েই দিই না কেন, ঋতু চক্রের ফাঁকে কিন্তু কোনো না কোনো চক্করে পড়তে আপনাকে হবেই। ঘরে বসে অথবা অফিসে কাছারিতে যতই ফেঁসে থাকুন না কেন মন উচাটন সেই কিন্তু হবেই কাছাকাছি ফুরসত খুঁজে একটু চরকি পাক হলেও দিয়ে আসার জন্যে। এটাই বসন্তের হাতযশ বলুন হাতযশ, চক্কর বলুন চক্কর। যাই হোক, কালটা যখন বসন্ত তখন ঘরেতে আজ কে রবে গো বলে বেরিয়ে পড়তে না পারলেও 'বাংলা স্ট্রিট' এই বসন্তে আপনার সঙ্গী হয়ে উঠতে হুজুরে হাজির। আসুন তাহলে, দেখা যাক...

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

দেখতে দেখতে নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে নতুন বছরের বয়েস বাড়ল। রাজ্যে বলুন কেন্দ্রে বলুন সর্বত্র এখন ঘটনার মিছিল।

এবং যত দিন যাচ্ছে এইসব ঘটনার পাক, দুর্বিপাক বাড়ছে বই কমছে না। প্রতিদিন আসছে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনার ধাক্কা, যা সামলাতে গিয়ে আমাদের ছিয়াত্তর বছর বয়েসী গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠছে।সারা দেশে দুর্নীতির যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে, যার ঝাপটা সামলানো অত সহজ নয়। আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে শিক্ষকতার চাকরি বিক্রির অভিযোগে রাজ্যের গোটা শিক্ষা দপ্তর প্রায় জেলের গরাদের আড়ালে চলে গেলেও কারো বিরুদ্ধেই নাকি কোনো অপরাধ প্রমাণিত হচ্ছে না। মেনে নিতে হচ্ছে আমাদের পরের প্রজন্ম পরীক্ষা দিয়ে বৈধ চাকরির বদলে পথে ধর্নায় বসে থাকছে দিনের পর দিন। মেনে নিতে হচ্ছে আমাদের দেশের নামি বিশ্বখ্যাত কোম্পানি বেয়াইনি অর্থনৈতিক পদক্ষেপের জন্য বিদেশ থেকে অভিযুক্ত হচ্ছে। এবং এত সত্বেও আমরা নাকি অমৃত সময়ের মধ্যে বসবাস করছি।

কবি বলেছিলেন বিশ্বাস হারানো পাপ। তাই এর মধ্যেও আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি বিশ্বাস ধরে রাখতে। এবারের বাংলাস্ট্রিট-এ রইল এই অবস্থারই কিছু প্রতিচ্ছবি, কারণ এই পরিপার্শ্বের আওতায় বাস করে সেই বাস্তবকে এড়ানো যায় না, এড়ানো হয়ত উচিতও নয়।

আশা করব যত দুর্বিষহই হোক এই অমানিশাও কেটে যাবে। আশা করা যাক।

সূচিপত্র

তিন রাজ্যে বিধান সভা ভোটের ফল, আস্থা সেই বিরোধীদের দিশাহারা হালেই Page 5
তাপস ঘোষ

আদানিদের হাল বেহাল ? তোলপাড় সব মহলেই Page 7
রাহুল শাসমল

কালীঘাটের পটে বাঙালি জীবন ছায়া ফেলে আছে Page 10
কিঞ্জল রায়চৌধুরী

উষ্ণায়নে দাঁড়ি টানতেই হবে Page 14
মণিদীপা চৌধুরী

দুয়ারসিনির দুয়ারে Page 17
শংকর টুটু চ্যাটার্জি

অফ বিট ছন্দের ফ্যাশনে মন মজাতে চাম্বা লামা Page 20
মিতুল চৌধুরী

বইমেলার ডায়েরি Page 23
নিজস্ব প্রতিবেদন

শুরু হতে চলেছে আই পি এল ২০২৩ Page 25
অনিমেষ সিংহ

বসন্ত উৎসব, আমার Page 27
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

লেখা ১

তিন রাজ্যে বিধান সভা ভোটের ফল, আস্থা সেই বিরোধীদের দিশাহারা হালেই

তাপস ঘোষ

সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ডে বিধানসভা ভোটের ফল বেরিয়ে গেল।এর মধ্যে বিশেষ করে ত্রিপুরায় ভোটের ফল বেরোবার পরে গণ্ডগোলের আশঙ্কায় রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল আগে থেকেই।কিন্তু ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বের আরো যে দুটি রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশ হচ্ছে সেই রাজ্যগুলিতে এ পর্যন্ত যে ফলাফলের হদিশ মিলেছে তাতে কোনো একটি রাজ্যেও বুথ ফেরত ভোট থেকে যে ফলের আন্দাজ দেওয়া হয়েছিল সেখানে কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপিকে যেমন খুব চিন্তিত হতে দেখা যায়নি তেমনি আবার একেবারে হাসতে হাসতে জয়ের অপেক্ষা করতেও যে দেখা গেছে তা কিন্তু নয়। এখনো পর্যন্ত যা ফল তাতে খুব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বিরোধী দলগুলির একেবারে ছন্নছাড়া না হলেও, খানিকটা দিশাহারা দশা, যা কিনা অক্সিজেন জোগাচ্ছে কেন্দ্রের শাসক দলকে। তারা সতর্ক ভাবে লক্ষ্য রাখছে কেবল নয়, সুযোগ মতো আঞ্চলিক দলগুলিকে কাজে লাগিয়ে , অনেক সময় প্রয়োজনে এক পা পিছিয়ে এসেও অবস্থাকে আয়ত্বে রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত।কেননা যত নির্বিকার থাকার চেষ্টাই করুক না কেন দেশের বেহাল অর্থনীতি, জিডিপির মুখ থুবড়ে পড়া, ক্রমশ ঊর্ধমুখী বেকারত্বের হার তাদের শিরদাঁড়ায় ঝটকা লাগাচ্ছেই।এরকম অবস্থায় তাদের পরিস্থিতি যাচাই করে এগোতে হচ্ছেই।অন্য দিকে ভারত জোড়ো অভিযানের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস যতই দেশের

রাজনীতিতে হৃত স্থান পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করুক না কেন এখনো যে তার সময় আসেনি এটা প্রমাণিত হয়ে গেল এবারের এই তিন রাজ্যের বিধান সভা ভোটেই। আর ত্রিপুরার মতো রাজ্যে বামেরা নিজেদের হারানো শক্তি উদ্ধারের চেষ্টায় যত মনোযোগীই হোক না কেন এখনো তাদের পায়ের তলার জমি যে শক্ত হয়নি এটাই হল গিয়ে দিনের শেষের রূঢ় সত্য।বিশেষ করে এখন, যে সময়ে কঠোর বাস্তবের অভিঘাতে দেশের মানুষ সদর্থক অথবা নঞর্থক যেমনই হোক রাজনীতির থেকে দিনের শেষে হাতে কী পেলেন এক মাত্র তাতেই আস্থা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছেন।

লেখা ২

আদানিদের হাল বেহাল ? তোলপাড় সব মহলেই

রাহুল শাসমল

ছিল বেড়াল হয়ে গেল রুমাল এ তো হামেশাই হচ্ছে --- বলেছিল সুকুমার রায়ের হযবরল-র একটি চরিত্র। একেবারে হুবহু না হলেও প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটে গেল বিশ্বসেরা ধনী গৌতম আদানির ক্ষেত্রে। অন্তত শর্ট সেলিং ফার্ম হিন্ডেনবার্গ তাদের ১২৯ পাতার রিপোর্ট প্রকাশের (তাদের মতে, 'বিগেস্ট কন ইন কর্পোরেট হিস্ট্রি') এক মাসের মধ্যে ফোর্বস তালিকা আর ব্লুমবার্গ বিলিওনেয়ার্স ইনডেক্স তো তাই বলছে । কী বলছে ? না, তাদের হিসেব মানলে রিপোর্ট পেশের আগে যে গৌতম আদানি ছিলেন বিশ্বের তিন নম্বর ধনী (৯.৮৪ লক্ষ কোটি , মানে প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা) সেই তিনিই নাকি রিপোর্ট পেশের এক মাসের মধ্যে হুড়মুড় করে নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন ২৯ নম্বরে (৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা)। অঙ্ক বলছে তাঁর ধন সম্পত্তির পরিমাণ এই কদিনে কমেছে, বেশি না, সামান্য কমবেশি প্রায় ৬৪ শতাংশ । বাজারের হিসেব বলছে ২৪ জানুয়ারি আদানি গোষ্ঠির মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ছিল ১৯ লক্ষ কোটি টাকার বেশি , যেটা এই এক মাসে নেমে দাঁড়িয়েছে ৭.৫৮ লক্ষ কোটি টাকায় , যার জেরে ১০০ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তিওয়ালা এলিট গোষ্ঠি থেকে সরে আসতে হয়েছে তাঁকে। এই বিপর্যয়কর অবস্থা, বাজারের মতে স্বাভাবিক, কারণ হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট যদি ঠিক হয়

তাহলে হিসেবমতো ‘দ্য ভ্যালুয়েশন ফর দ্য আদানি কোম্পানিজ ওয়্যার ওভাররেটেড অ্যাজ মাচ অ্যাজ ৪5 পার্সেন্ট’ । তাদের বক্তব্য গত এক দশক ধরেই কারচুপি করে কৃত্রিম ভাবে শেয়ারের দাম চড়িয়েছে এই গোষ্ঠি। এমনকি স্বয়ং গৌতম আদানির ব্যক্তিগত শেয়ার সম্পদও বেড়েছিল সেভাবেই।এবং তাদের বক্তব্য, মরিশাস সহ নানা দেশেই ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে বেয়াইনি ভাবে শেয়ার লেনদেন মারফত তা করা হয়েছিল।

এর ফল ? হাতে গরম ফলটা বুঝতে আসুন একটু তাকানো যাক আদানি সাহেবের বিভিন্ন সংস্থায় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া , এল আই সির মতো কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলির যাকে বলে ঋণ লগ্নির হিসেবের দিকে এক ঝলক তাকালেই । তথ্যাভিজ্ঞ মহলের কথা হল, স্রেফ কেন্দ্রীয় সরকারের গুড বুকে থাকার সূত্রেই আদানি এন্টারপ্রাইজেস, আদানি গ্রিন এনার্জি, আদানি পোর্টস, আদানি ট্রান্সমিশন, অম্বুজা সিমেন্টস সহ এই গোষ্ঠির বিভিন্ন সংস্থায় একা স্টেট ব্যাঙ্কই ঋণ দিয়েছিল ২৪ হাজার কোটি টাকা। হিসেব অবিশ্যি বলছে এই অঙ্কের ঋণ নিয়ে চিন্তা নেই , কারণ নিয়ম মেনে এই অঙ্কের প্রায় ডবল টাকা ঋণ দেওয়া যায়। ফলে সেই অর্থে তেমন চিন্তা থাকার কথাই নয় স্টেট ব্যাঙ্কের। কিন্তু সমস্যা আছে এল আই সি –র।কারণ এই গোষ্ঠির সাতটি সংস্থায় তারা একাই ঋণ দিয়েছিল কমবেশি ৮২৯৬৯.৭২ কোটি টাকা, ক্ষতির জেরে এই অঙ্কই বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে ৩৩২৪১.৯৩ কোটি টাকায় , অর্থাৎ ক্ষতির পরিমাণ কম করেও ৪৯৭২৭.৭৯ কোটি টাকা। আর শতাংশের হিসাবে অঙ্কটা কত ? বেশি না, এই ধরুন ৬০ শতাংশ। এর মধ্যে সব থেকে বেশি ঋণ পেয়েছিল আদানি গ্রিন এনার্জি (এর ২০৩ কোটি শেয়ারের মূল্যমান ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে ছিল ৩৯২৩.৯২ টাকা, যা ২৩ ফেব্রুয়ারি নেমে এসেছে ১০৪০.৫৩ টাকায়।অর্থাৎ ক্ষতির পরিমাণ শতাংশের হিসাবে ৭৩)। মানে ? মানে আর কিছুই নয়, মাথায় হাত বকলমে আম জনতার। যদিও আদানিরা হিন্ডেনবার্গের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে আদানি গোষ্ঠি অবশ্য লগ্নিকারীদের আস্থা ফেরাতে ওয়াচটেল, লিপটন সহ বিভিন্ন প্রথম সারির আইন সংস্থার আইনি পরামর্শ নিতে শুরু করেছে।কেবল তা–ই নয়, পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা করছে আগাম ঋণ শোধের ব্যাপারেও।

সেই সঙ্গে খবর হচ্ছে ‘দেউলিয়া’ শ্রীলঙ্কায় এই আদানি(আদানি গ্রিন এনার্জি)দের তরফেই বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পে ৪৪২ কোটি মার্কিন ডলার লগ্নি হতে চলেছে।বলা হচ্ছে ২০২৫ সালেই নাকি এই প্রকল্পের দুটি কেন্দ্র থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হবে। যেটা ঘটনা সেটা হচ্ছে ২০২১ সালে এই শ্রীলঙ্কাই আদানিদের কলম্বোয় ৭০০

মিলিয়ন ডলারের একটি স্ট্র্যাটেজিক পোর্ট টারমিনাল প্রকল্পের বরাত দিয়েছিল, যে ক্ষেত্রে ঠিকাদার হিসাবে আদানিদের নাম প্রস্তাব করেছিল ভারত সরকার। এই প্রেক্ষিতেই খবর হল গত ২০১৪ সালেই যে আদানি গোষ্ঠির সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৫০.৪ হাজার কোটি টাকার সেই গোষ্ঠিরই সম্পত্তির পরিমাণ ২০২২-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১০.৩০ লক্ষ কোটিতে । হোক না গুজব, তবু এক হিন্ডেনবার্গের ধাক্কায় সেই মহীরুহের কিছুটা বেসামাল অবস্থা যে ঘরে বাইরে নানান ফিসফাসের জন্ম দেবে বিশেষজ্ঞদের মতে এ নিয়ে সন্দেহের কারণ নেই। র!!??

লেখা ৩

কালীঘাটের পটে বাঙালি জীবন ছায়া ফেলে আছে

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

বিদেশিনী মিসেস বেলনস তাঁর লেখা ম্যানার্স ইন বেঙ্গল বইতে কালীঘাটের পট সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। কিছু 'অপটু চিত্রকর্ম ' বলে উল্লেখ করলেও এই স্টাইল অনেক চিত্ররসিকের মতো তাঁকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। মিসেস বেলনস-এর বক্তব্যে যেটা সবচাইতে লক্ষণীয় –এই চিত্রকর্মগুলোকে তিনি বাংলার কিছু 'হতদরিদ্র' মানুষের ঘরের দেওয়ালে শোভিত হতে দেখেছেন। এই কন্ট্রাস্ট রীতিমতো প্রণিধানের বিষয়। আর এই বৈপরীত্যের রসায়নটা ধরতে পারলেই চিত্রকলায় 'পট' -এর অবস্থান বোঝা আরও সহজ হয়ে উঠবে। যদিও পট-এর পটপরিবর্তনটাও খেয়ালে রাখা দরকার। এই পটপরিবর্তন সামান্য ছুঁয়ে অবশেষে আমরা কালীঘাটের পোটোপাড়ায় ঢুঁ মারব, খুঁজে দেখব সেখানে আজকের 'পট' পরিবর্তন ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে। উনিশ শতকের কলকাতা। এলিট গোত্রের সমান্তরালে লোকজীবন থেকে রসদ সংগ্রহ করে সেজে উঠছিল নতুনরকমের চিত্রধারা, যার চলনটি মেঠো, আটপৌরে –কিন্তু বিষয়বৈচিত্রে যা যারপরনাই অভিনব। নতুন এই আঙ্গিকের শহুরে নামকরণ হল –কালীঘাট পেইন্টিং। এর মূলে ছিল আসলে সেই 'পট' । মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা থেকে এইসময়ে কলকাতার পটুয়াপাড়ায় জড়ো হচ্ছিলেন –

কুম্ভকার, সূত্রধর ও চিত্রকর পরিবারগুলি। এঁদের মধ্যে ‘চিত্রকর’ সম্প্রদায়ের শিল্পীরাই ‘পটচিত্র’ –র আদি নির্মাতা, বহুজনমান্য সিদ্ধান্ত এমনটাই। কী ছিল এই শিল্পের মূল আকর্ষণ যা এমনকি ইউরোপীয় চিত্ররসিকদেরও মুগ্ধ করেছিল ?

এই চিত্রকলায় পৌরাণিক গাথা তো ছিলই, পাশাপাশি ছিল বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের আখ্যানধর্মী চিত্ররূপ, কোথাও তা আবার হয়ে উঠত সামাজিক অবনমনের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষাত্মক। সর্বোপরি এই আর্ট শিল্পরসিকদের ঘেরাটোপে নিজেকে আটকে না রেখে খুব সহজেই ঢুকে পড়েছিল তৎকালীন বাঙালির সাংসারিক আচার–জীবনে।

বর্তমানে পট বলতে অন্তত কলকাতাইয়া মানুষজন সরার পট–ই বোঝেন। কিন্তু শুরুতে মোটেও তা ছিল না। ‘পট’ শব্দটির উৎপত্তি ‘পট্ট’ থেকে, যার অর্থ বস্ত্র। কাপড়। হ্যাঁ, কাপড়ের ওপর রঙের সন্নিবেশে ফুটে উঠত শিবপার্বতীলীলা, মনসামঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণলীলা এবং রামায়ণ মহাভারতের কাহিনির খণ্ড খণ্ড দৃশ্যরূপ। এগুলিকে বলা হত ‘জড়ানো পট’ । লৌকিক পালাপার্বণে এই পট সামনে রেখে গান গেয়ে কথন শোনানো হত। বর্ণনার সামনে তুলে ধরা এইসকল চিত্ররূপ বাংলার লোকজীবনে সেইসময়ে পরম আনন্দদায়ক তো ছিলই, লোক সংস্কৃতিতে এই পট হয়ে উঠেছিল আবশ্যিক অঙ্গস্বরূপ।

প্রসঙ্গত, একটি শব্দ চট করে মাথায় এসে যায়-দৃশ্যপট। দৃশ্য তো বটেই, এই চিত্র একইসঙ্গে নানান বিচিত্র আখ্যান নিয়ে সুরে তালে মিলিয়ে যে মনোরঞ্জনের খোরাক জোগাত-সেকথা ভাবলে ‘পটচিত্র’ –কে চলচ্চিত্রের আদিরূপ বললেও অত্যুক্তি হয় না। অনেকগুলি স্টিল ছবির সন্নিবেশ যদি হয় চলচ্চিত্র, তবে অনেকগুলি চিত্রিত পট তো প্রায় তার সমতুল্যই হয়ে দাঁড়ায়। ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলার কৃষ্টির সন্ধান পেতে গেলে কলকাতার প্রসঙ্গ তো এসে পড়বেই। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রতি ক্ষেত্রে কলকাতার প্রতিফলন তাই অনিবার্য। অন্যান্য শিল্পকলার মতোই নবআঙ্গিকের এই ‘ পটচিত্র’ নিঃসন্দেহে ভারতীয় তথা বাঙালি শিল্পবেত্তাদের নজরে এসেছিল। শিল্পীরাও সেটা আন্দাজ করতে পারছিলেন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া সমস্ত জেলা থেকেই পটুয়ারা বাসা বাঁধছিলেন কালীঘাটে। উল্লেখ্য, ‘পট’ থেকেই ‘পটুয়া’ শব্দের আগমন। কালীঘাটের পটুয়াপাড়ার সহায়ক হয়ে উঠেছিল এই অঞ্চলের বাজার এবং তীর্থ মাহাত্ম্য দুটোই।

উনিশ শতকের ৩০ দশক, এই সময়কালটি কলকাতার বুকে ‘পটশিল্পে’ –র বিকাশের উল্লেখযোগ্য সময়। বাবু কালচারে অভ্যস্ত বাঙালির ব্যঙ্গাত্মক চিত্র যেমন ধরা পড়েছে একাধিক পটে তেমনই পৌরাণিক ও মহাকাব্যিক আখ্যানের খণ্ডচিত্র তুলে ধরল পট।

দেশীয় চিত্রশিল্পী তো বটেই, ইউরোপীয় শিল্পীদেরও বিশেষ নজর আকর্ষণ করেছিল লৌকিক চিত্রশিল্পের এই নতুন সহজিয়া ধারা। কালীঘাটের পট তাই রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। পালাপার্বণ থেকে প্রতিমার চালচিত্র সর্বত্রই বিচিত্র বিচরণ করছিল পট।

উচ্চবিত্তের ড্রয়িংরুম নয়, পট শোভা পাচ্ছিল নিম্নবিত্ত তথা দরিদ্র শ্রেণির পর্ণ-আলয়ে। শিল্পের এহেন সার্থকতা তাই মিসেস বেলেনসকে চমৎকৃত করেছিল সেটাই স্বাভাবিক। শুধু তিনি একাই নন। ১৯১৭ সালে রুডইয়ার্ড কিপলিং বেশ কয়েকটি পটচিত্র সংগ্রহ করে ইউরোপীয় মিউজিয়ামে দান করেছিলেন। উইলিয়াম আর্চার তাঁর 'কালীঘাট পেইন্টিং' বইয়ে প্যারিসের শিক্ষানবিশদের মধ্যে কালীঘাটের পট আঁকা শেখার প্রবল আগ্রহের কথা স্বীকার করেছেন। এমনভাবেই 'পট চিত্র' বিভিন্নভাবে শিল্পীদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অনুপ্রাণিত করেছে। এখন প্রশ্ন হল –সেই পটচিত্রের বর্তমান অবস্থানটি কেমন ? উত্তরে বলতে হয়, পট রয়েছে গ্রামীণ লোকায়ত জীবনের প্রাণকেন্দ্রে, হয়তো তা মুছে যায়নি, যাবেও না। তবে রয়েছে নিতান্তই আড়ালে। কিন্তু সেই জনপ্রিয় 'কালীঘাটের পট ' ? না, দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, পটুয়াপাড়ায় একমাত্র শিল্পী ভাস্কর চিত্রকর ছাড়া আর কেউ পট আঁকেন না। সেটাও কালীঘাট বাজার চত্বর সংলগ্ন বহু মানুষের অগোচরে। আর কোনো পটশিল্পী সেখানে অবস্থান করেন না। খোঁজ নিলে জানা যায়, সরার পট বিক্রি হয় পুজোপার্বণে। দত্তপুকুর ও অন্যান্য কিছু জায়গা থেকে বিক্রেতারা সেসব আমদানি করেন নিতান্তই চাহিদা অনুযায়ী। এছাড়া পটের সরা (ব্ল্যাঙ্ক) বিক্রি হয়

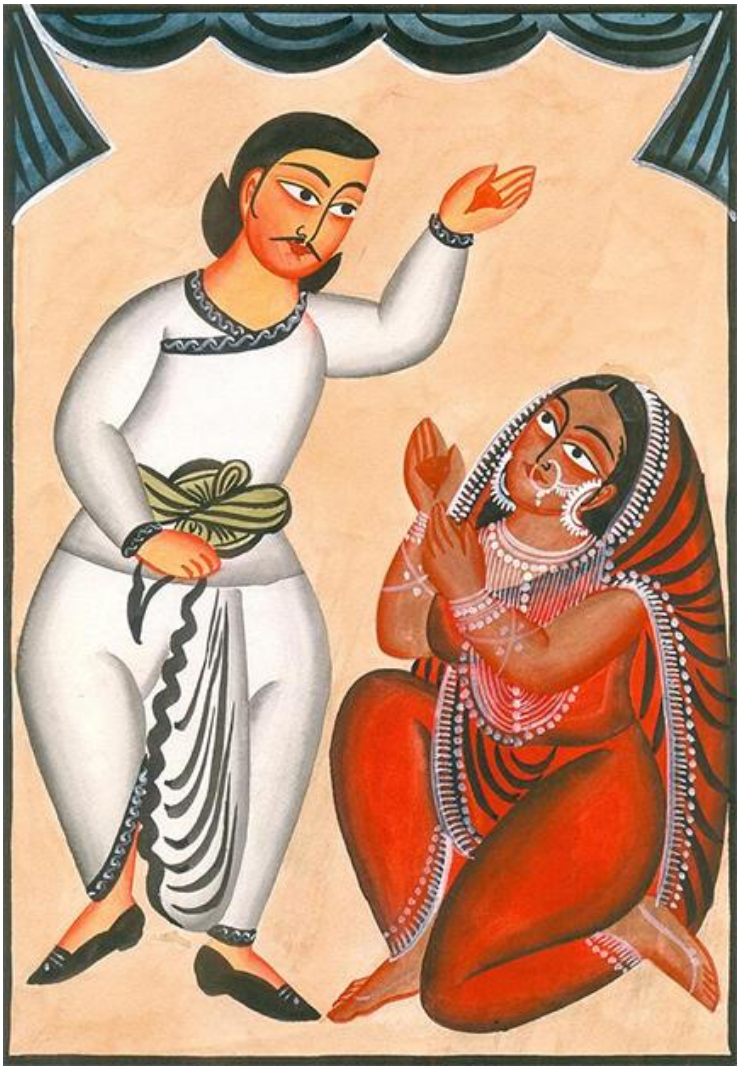

ছাত্রছাত্রীদের ওয়ার্ক এডুকেশন প্রোজেক্টের জন্য। ‘কালীঘাটের পট’ এখন এক কিংবদন্তি। যেমন এই অঞ্চলের জীবন্ত কিংবদন্তি একমাত্র পটশিল্পী ভাস্কর চিত্রকর। তিনি সাধারণত লোকান্তরেই থাকেন নিজের কাজে মগ্ন হয়ে। দূরভাষেও অধরাপ্রায়। পটের কদর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে ভাস্কর জানালেন, ‘কদর আছে। তবে বিদেশিদের কাছেই তা বেশি। বাঙালিরাও করেন না তা নয়…’ সংশয় ভাস্কর চিত্রকরের কথায়। দেশীয় চিত্ররসিকদের কাছে ‘পট’ কতটা আজও গ্রহণীয় ! পুজো, চালচিত্র, ওয়ার্ক এডুকেশন এই শব্দগুলিরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। বাঙালি সংস্কৃতি থেকে যোগসূত্র পাতলা হয়ে গিয়েছে সন্দেহ নেই। তাই তীর্থক্ষেত্র কালীঘাট রয়েছে, রয়েছে কালীঘাটের বাজারও, পটুয়াপাড়াও রয়েছে তবে সেখানে পট বা পটশিল্পী নেই (ব্যতিক্রম --- ভাস্কর)। ভাস্কর রয়েছেন কালীঘাটের প্রাণকেন্দ্রে, অথচ তাঁর আঁকা পট বিদেশে গিয়ে সমাদর পায়।

এ ‘পট’ পরিবর্তন করুণ। তবু আশার কথা পটুয়া পাড়ায় একজন অন্তত পটুয়া রয়েছেন, যিনি লোকজীবনের এই সাংস্কৃতিক রক্ত চলাচল এখনও অব্যাহত রেখেছেন।

লেখা ৪

উষ্ণায়নে দাঁড়ি টানতেই হবে

মণিদীপা চৌধুরী

কথা হচ্ছিল বেড়াতে যাওয়া নিয়ে। শীতের দিনেও আমাদের এক বন্ধু পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে নাকি বেশ একটু গরমই পেয়েছে। তার দুঃখ দারুণ দারুণ শীতের পোষাক নিয়ে গিয়েও বেচারা সেসব পরার তেমন সুযোগই পায়নি।শুনে একজন বলল গত লক ডাউনের ঠিক আগের বছরেই নভেম্বরের গোড়ায় খোদ দার্জিলিং গিয়েও বেচারার নাকি একদম এক হাল হয়েছিল।হিসেব বলছে গরম কেবল বাড়ছেই না, প্রতি বছর লাফ দিয়ে দিয়ে বাড়ছে। টুকটাক কথা হতে হতে উঠল গ্লোবাল ওয়ারমিং-এর কথা। বিশ্বের উষ্ণতম বছরের হিসাব করলে দেখা যাবে ৮টা উষ্ণতম বছরের সবগুলোই শুরু ২০১৫ থেকে এবং ২০১৬, ২০১৯ ও ২০২০ তো ছিল সারা পৃথিবীতেই সবচেয়ে উষ্ণতম ৩টে বছর।পরিবেশবিদরা আঙুল তোলেন আমাদের দিকেই। যে হারে আমরা পরিবেশ ধ্বংস করছি কখনো গাছ কেটে , কখনো জলাভূমি বুজিয়ে, কখনো জ্বালানি অপচয় করে বা বলে না বলে পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তাতে এই হাল হতে বাধ্য শুধু নয় , যত দিন যাবে অবস্থা আরো শোচনীয় হতে বাধ্য।

ক্লাইমেট চেন্জ ডিনায়ার্সরা অবশ্য এই তথ্য মানেন না, তাঁদের স্পষ্ট দাবি, বিশ্ব জুড়ে গত কয়েক দশকে যেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে এই তাপমাত্রার বৃদ্ধি কিছুটা

‘ধীরগতি’ হয়েছে। কিন্তু ২০১৮ সালেই এনভায়রনমেন্ট রিসার্চ লেটার জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র সহ অসংখ্য গবেষণা এই দাবিকে লাগাতার স্রেফ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চলেছে।তাদের মতে, আমাদের নানা অপকর্মের ফলে কেবল যে উষ্ণায়নই হচ্ছে তা নয় , সেই সঙ্গে ঋতুচক্রের ক্ষেত্রেও আসছে বিভিন্ন পরিবর্তন, যার জন্য আমাদের স্বভাবেও এসে যাচ্ছে নানা রদবদল। বাড়ছে স্বভাবের উগ্রতা। এবং দুনিয়া জুড়ে যদি এই হারে উষ্ণায়ন ঘটতেই থাকে, তাহলে আর বেশি দিন বাকি নেই গোটা মানবজাতির ধ্বংসের।অথচ বিষয়টা হল, আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে উষ্ণ থেকে আরো বেশি উষ্ণ, উষ্ণতম করে তোলার পেছনে রয়েছে আমাদের ব্যবসায়িক মুনাফার লোভ --- যা চালানোই হচ্ছে স্রেফ মানবসভ্যতার কল্যাণের নাম করে, তথাকথিত উন্নয়নের ধ্বজা তুলে।

এখন কথা হল এই যে আমরা বলছি বিশ্ব উষ্ণায়ন, এটা ঘটছে কী করে ? পরিবেশবিদরা বলছেন, এটা ঘটে মূলত গ্রিনহাউস এফেক্টের ফলে। কার্বনডাই অক্সাইড,, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, জলীয়বাষ্প ও সিন্থেটিক ক্লোরাইড যুক্ত গ্যাসই গ্রিনহাউস গ্যাস নামে পরিচিত এবং তাদের মিলিত প্রভাবকে গ্রিনহাউস প্রভাব বা এফেক্ট বলে। জীবাশ্ম জ্বালানির (যেমন কয়লা, তেল, পেট্রোল ও প্রাকৃতিক গ্যাস) পরিমাণ বেড়ে গেলে এই গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণও বেড়ে যায়। উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অত্যন্ত গরম হয়ে উঠেছে – যার ফলে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়গুলি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে, প্রবল খরা, ঋতুচক্রের পরিবর্তন, প্রবল বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে – যার জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বজুড়ে চরম তাপপ্রবাহের কারণে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অ্যান্টার্কটিকায় ১৯৯০ এর দশক থেকে প্রায় চার ট্রিলিয়ন মেট্রিক টন বরফ গলেছে। সাম্প্রতিক কয়েক বছরের হিসাবেই এটা স্পষ্ট যে, শিল্প উৎপাদনে ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি কার্বন নিঃসরণে

শীর্ষস্থান দখল করে আছে। বিশ্ব উষ্ণায়নে দীর্ঘমেয়াদি অবদানের জন্য আমেরিকাকে ১নম্বর স্থানে রাখা যায়। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য বিগত ১৫০ বছর ধরে এই দেশটিই সবচেয়ে বেশি দায়ী। মার্কিন বহুজাতিক তেল ও গ্যাস কোম্পানি এক্সনমবিল কর্পোরেশন, যার সদর দপ্তর টেক্সাস, আমেরিকায়, – বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য সবচেয়ে বেশি সমালোচিত । জীবাশ্ম জ্বালানির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের সমস্ত সতর্ক বাণী ও উপদেশকে উড়িয়ে দিয়ে একের পর এক হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে গেছে তারা। আমেরিকার তাই গুরুদায়িত্ব রয়েছে বিশ্বকে একটা নিরাপদ সাস্থ্যসম্মত পরিবেশ উপহার দেয়ার। এখন পরিবেশবিদরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ২০৪০এর মধ্যে বিশ্ব উষ্ণায়নকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ করতে হবে, জীবাশ্মজ্বালানির ব্যবহার কম করতে হবে ও বিকল্প ব্যবহার করতে হবে। আশার কথা- ২০১৫এ প্যারিস ক্লাইমেট এগ্রিমেন্টে সব দেশ মিলে এব্যাপারে একটা রূপরেখা তৈরি করেছে। বিশ্ব উষ্ণয়ন কমাবার জন্য আমাদের সবাইকেই একযোগে উদ্যোগী হতে হবে। এটা একটা লড়াই যা আমাদের সবাইকেই একসঙ্গে লড়তে হবে, অনেক এনভায়রনমেন্ট আক্টিভিস্ট এগিয়ে এসেছেন – যার অন্যতম অগ্রণী নাম হল গ্রেটা থুনবার্গের, যে সুইডিশ স্কুলশিক্ষার্থী ও এনভায়রনমেন্টাল আক্টিভিস্ট ১৫ বছর বয়সে জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের মোকাবিলা করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একা সুইডেন সংসদের বাইরে প্রতিবাদ শুরু করেছেন। এরকম আরো পরিবেশবিদ ও অসংখ্য সাধারণ মানুষই এগিয়ে আসছেন এই পৃথিবীকে উষ্ণায়নের হাত থেকে বাঁচাতে।

লেখা ৫

দুয়ারসিনির দুয়ারে

শংকর টুটু চ্যাটার্জি

সদ্য ঘুম ভেঙে জাগছে চারপাশের জগৎ, আড়মোড়া ভাঙছে। জাগছে পাহাড়িয়া গ্রাম, গ্রামের মানুষজন। তাদের নিত্যদিনের জীবনযাপন জাগছে। শিশিরে ভেজা ক্ষেতের সবুজ পালংশাক অথবা ফুলকপির পাতা। প্রায় আপনার হাত-ছোঁয়া দূরত্বে। একটা কচি নরম শিশিরভেজা আলো। শিরিশিরে ঠাণ্ডা, ছুঁয়ে যাচ্ছে গাছের পাতার ডগাগুলো। স্পর্শ করছে আপনাকেও। একপাশে তেরছা আলোয় ব্যাকলাইটের পৃথিবী। গম্ভীর ধ্যানস্থ পাহাড়ের পা ছুঁয়ে ঘন সবুজ বনাঞ্চলের বুক চিরে ছুটে চলেছে পিচকালো মিশকালো রাস্তা। রাস্তায় আপনার গাড়ি। একটা বনজ গন্ধ আপনার মনে ঝাপটা মারছে। গা-টা যে একটু ছমছম করছে না, জোর দিয়ে এমন বলা যায় না। পথের দুদিকে দিগন্ত পর্যন্ত ধানক্ষেত। ধান উঠে যাবার পর স্থানে স্থানে ভাইব্র্যান্ট হলদে রঙের সর্ষেক্ষেত আপনার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। আর সেই ক্ষেতের ঠিক গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আকাশকে ছুঁতে চাওয়া দীর্ঘদেহী গাছেরা। এইসব দৃশ্যই অত্যন্ত দ্রুততায় পার করে যাচ্ছেন আপনি। শহর থেকে, নাগরিক ঝাঁ চকচকে মল-সভ্যতা থেকে ক্রমশ দূরে, প্রকৃতির আরও ভিতরে, আরও নিবিড়ে প্রবেশ করছেন আপনি। ব্যস্ততা কমে আসছে আপনার মনের ভিতর। শান্ত সমাহিত এমন নীরবতা, এমন আশ্চর্য এক আলো আর কখনও তেমনভাবে চোখে পড়েনি, তাইনা? কেমন যেন এক ঘোর লাগা।

বান্দোয়ান দুয়ারসিনিতে আপনি স্বাগত।

দুটো দিক দিয়ে যেতে পারেন।

পুরুলিয়া থেকে বান্দোয়ান হয়ে দুয়ারসিনি। সেক্ষেত্রে আপনার রুটটা হবে পুরুলিয়া – বরাবাজার – কাটিন – বান্দোয়ান – কুঁচিয়া – দুয়ারসিনি।

অথবা আপনি যদি কলকাতা থেকে যেতে চান ট্রেনে টাটানগর (জামশেদপুর)চলে আসেন তাহলেও হয়। টাটা থেকে দুয়ারসিনি মাত্র চুয়াল্লিশ কিমি। একটি গাড়ি ভাড়া করে নিলে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। টাটা শহর ছাড়িয়ে একটু এগোলেই সুবর্ণরেখা নদী পেরোবেন। এবার এই নদী আপনার পাশেপাশে চলতে থাকবে। পথে পড়বে দেওঘর – জগন্নাথপুর – শীলপাহাড়ি – ভাগাবাঁধ – গুরমা – বানামঘুটু- দুয়ারসিনি। পুরো পথটাই অরণ্যঘেরা। ঝাঁ চকচকে রাস্তা।

অথবা হাওড়া থেকে ঘাটশিলা আসতে পারেন ট্রেনে। সেখান থেকে দুয়ারসিনি মাত্রই কুড়ি কিলোমিটার। যেভাবেই আসুন, ভোরেই আসার চেষ্টা করুন। যদিও গ্রীষ্মকালটুকু বাদ দিয়ে সারা বছরই দুয়ারসিনি আসা যায়। তবু শীতকালে আসা বেশি ভালো। আর যাঁরা বর্ষায় পাহাড় অথবা পাহাড় ঘেঁষা জঙ্গল দেখেছেন, যারা জানেন ‘ছায়া ঘনাইছে বনে বনে’ অথবা ‘ঝরঝর বরিষে বারিধারা’ –র স্বাদ, তাদের আর নতুন করে কিছু না বলতে যাওয়াই শ্রেয়।তাঁরা জানেন বর্ষার বনানীর স্বাদ আহ্লাদ।

একটা শুক্রবার সন্ধে করে শুরু করে মাত্র দুটোদিনেই ঘুরে নেওয়া যায় ঘাটশিলা দুয়ারসিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদফতরের ব্যবস্থাপনায় (ডব্লিউবিএসএফডি এ) কটেজ বুক করা যায় দুয়ারসিনিতে। রাত্রিবাস ও আহারের ব্যবস্থা ওখানেই।

চলে আসুন সাতগুড়ুম ভিউপয়েন্ট। আপনার যাত্রাপথ জুড়ে হালকা রোদে গা এলিয়ে শুয়ে আছে নদী। এই নদীকেই আপনি সাতবার পেরিয়ে যাবেন। তাই নামটার সঙ্গে অমন সাতসংখ্যাটির অনুষঙ্গ। সাতগুড়ুম। অসাধারণ দৃশ্যপট। চাইলে পিকনিক করতে পারেন। দেশী মুরগীর মাংস সহযোগে ধোঁয়াওঠা ভাত মন্দ লাগবে না। পড়ন্ত বিকেলে ফিরে আসুন আবার কটেজে অথবা তাড়া থাকলে ফিরে চলুন।

সুয্যি ডুবছে পাটে। সন্ধে যেন নামিছে মন্দমন্থরে। গাঁয়ের বধূটি পিদিম জ্বেলে তুলসীতলার দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। কোনো কোলাহল নেই আশেপাশে। মন একদম শান্ত, সমাহিত। ঝিঁঝিঁডাক। আপনি ফিরে চলেছেন। মন, একই সঙ্গে, যেন বলছে আর একটু থাকলে হত না? আবার কেজো মন তাড়া দিচ্ছে, কাজ পড়ে আছে মেলা। বেশ তো। রিফ্রেশ হয়ে যোগ দিন নিজের কাজে। শুধু মন থেকে, শরীর থেকে বনজ গন্ধটুকু মুছে যেতে দেবেন না। খেয়াল করে দেখবেন, মনের অতল কোনে আমরা আসলে কিন্তু এটাই বিশ্বাস করি, ‘দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর’ ।

লেখা ৬

অফ বিট ছন্দের ফ্যাশনে মন মজাতে চাম্বা লামা

মিতুল চৌধুরী

আধুনিক বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রথাগত সোনার গয়না পরার চলন আজ আর নেই বললেই চলে। লকার থেকে তোলা, বা সাবেকি ডিজাইনের অজুহাতে বা সুরক্ষার খাতিরে বঙ্গ ললনারা এসব এখন এড়িয়েই চলেন। সেই জায়গাটা সাফল্যের সঙ্গে অধিকার করেছে রুপো বা চাঁদির গয়না, পাহাড়ি অঞ্চলের ট্র্যাডিশনাল গয়না ইত্যাদি। বিশেষ করে তিব্বতী বা নেপালি আইটেম তো মন কেড়েছে অফ্ বিট ছন্দে চলা আধুনিক বং কমিউনিটির।

নিউ মার্কেটের বিখ্যাত সিলভার জুয়েলারি শপ CHAMBA LAMA এই বিষয়টিতে মানে, ঐতিহ্যে ও জনপ্রিয়তায় সেরা নাম। ১৯৫০ সালে Chetenyangjom Sherpa তৎকালীন হগ মার্কেটে প্রথম এই দোকানটি শুরু করেন। বর্তমান মালিকানায় থাকা নরকিলা শেরপার বাবা কর্মা শেরপা পরে যোগদান করেন বলে তিনি জানালেন। হাসিমুখে জানালেন, এই মুহূর্তে মহিলাদের আগ্রহের কেন্দ্র এই গয়নার দোকানটি মহিলারাই সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

রুপোর আধুনিক ও সাবেকি দুই ঘরনেরই বিভিন্ন রকম গয়নার কালেকশন আপনি এখানে পাবেন, দাম বিভিন্ন রকম। এক্সচেঞ্জে আছে 50% রিটার্ন ভ্যালু। দোকানে

ঢুকতে এবং জায়গা করে নিতে আপনাকে কিঞ্চিৎ বেগ পেতে হবে। কলেজ পড়ুয়া থেকে প্রৌঢ়া, কলেজের প্রফেসর থেকে ফ্যাশন মডেল, আর প্রচুর সেলিব্রিটি, এঁরা সবাই আছেন এই দোকানের গ্রাহক তালিকায়। দক্ষিণ কলকতা ও মধ্য কলকাতার বনেদি ও আধুনিক মহিলাদের বেশি করে চোখে পড়লেও, দোকানির দাবি উত্তর কলকাতা থেকে শুরু করে মফস্বলেও তাঁদের বিস্তার যথেষ্ট। কুরিয়ারের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে থাকেন, নিয়মিত থাকেন ফেসবুক পেজেও। গয়না ছাড়াও নানা রকম নজরকাড়া শোপিস , পেতলের নানা আকারের বুদ্ধ মূর্তি, গয়নার বাক্স, রাজকীয় আয়না, তিব্বতী ওয়াল হ্যাংঙ্গিং আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে যাবে তিব্বত সীমান্তের কোনো এক টুরিস্ট স্পটে ।

বর্তমান কর্ণধার নর্কিলা শেরপার দাবি, প্রয়াত মহানায়িকা সুচিত্রা সেন বিশেষ ভাবে তাঁদের গয়না পছন্দ করতেন, তাঁর বাড়িতে গিয়ে ফরমাশ মতো গয়না ডেলিভারি করা হত নিয়ম করে। অপর্ণা সেন ও ঊষা উত্থুপও শোনা গেল এখানকার গ্রাহক, যেমন প্রয়াত পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ জাতীয় পুরষ্কার নেবার সময় এঁদের গয়না পরেছিলেন বলেই জানালেন এঁরা ।

তিব্বত ও নেপালি আঞ্চলিক গয়নার দুর্ধর্ষ কালেকশান থাকলেও এঁদের নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটও রয়েছে, ফলে আপনি অনায়াসে পেয়ে যাবেন আপনার মনোমতো কাস্টমাইজড ডিজাইনের গয়নাপত্তর। সাবেকি ট্রেন্ডকে হাল ফ্যাশনে ফেরত আনতে গোল্ডেন সিলভার কমবাইনড নিখাদ বাঙালি ঘরের বালা এঁদের অভিনব সংযোজন। আজকের প্রজন্মের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গয়না হল অ্যাঙ্কলেট, এখানে তার সম্ভারও তুলনাহীন। এছাড়াও বিগ ফ্যাশন ঝুমকো, পিয়ার্স রিং, মডার্ন নোজ পিনের এক্সক্লুসিভ চেহারা ছবি আপনার মন কাড়বেই। জাঙ্ক ও রুপোর গয়নার পাশে সেমি প্রেশাস স্টোন সহযোগে তিব্বতী

মোটিফের ম্যাজিকে আপনার সাজ পোশাকে অন্য রুচির মাত্রা এনে দিতে চাম্বা লামা তুলনারহিত।

মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেরাও এখন গয়নায় আগ্রহী।রাজস্থানে বরাবরই পুরুষদের মধ্যে রুপোর গয়না পরার চল থাকলেও, ট্রেন্ডি বাঙালি পুরুষদের মধ্যে তা সাম্প্রতিক । এখানকার হাতের কড়া বা হালকা নেক পিস, ফিঙ্গার রিং এখন ছেলেদের মধ্যেও বেশ জনপ্রিয়। সঙ্গিনীকে পছন্দের এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ডেড গয়না গিফট হিসেবে দিতেও এখানে পুরুষ গ্রাহকের আনাগোনা। মধ্য কলকাতার চিরকালীন শপিং পীঠস্থান নিউ মার্কেটের বিশেষ আকর্ষণ এই পাহাড়ি সুন্দরী আপনাকে নিজের গ্রাহক না করে কিছুতেই ছাড়বে না, সে আপনি নারী হোন বা পুরুষ, সাধারণ হোন বা সেলিব্রিটি।

লেখা ৭

বইমেলার ডায়েরি

নিজস্ব প্রতিবেদন

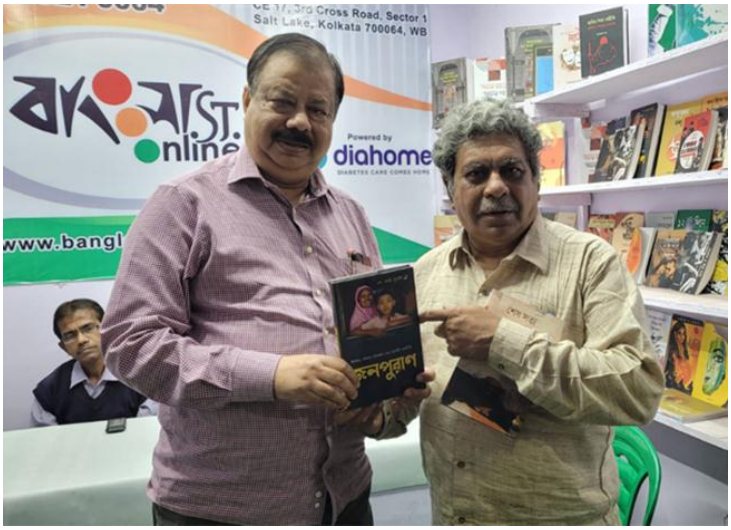

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শেষ হল। প্রত্যেক বছরের মতো এবারেও বাংলাস্ট্রিট হাজির ছিল বইমেলায়। নতুন বই, পত্রিকার নতুন সংখ্যা, আড্ডা, কবিতা পাঠের আসর, বই প্রকাশের আয়োজন --- সব মিলে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলা স্ট্রিটের স্টল ছিল জমজমাট। সেই জমে ওঠা মুহূর্ত গুলোরই কিছু ঝলক রইল স্মৃতিকোঠার স্থায়ী সম্পদ হয়ে।

033 2321 0004
Published by
Look East Media
Powered by
diahome
FREE

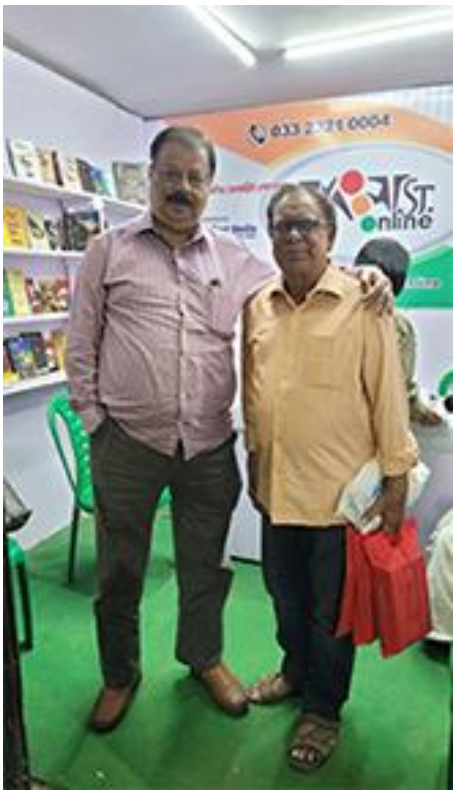

033 2321 0004

লেখা ৮

শুরু হতে চলেছে আই পি এল ২০২৩

অনিমেষ সিংহ

এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন আর মাত্র এক মাসও নয়, শুরু হতে চলেছে এ বছরের ক্রিকেটের মহাযজ্ঞ আইপিএল ১৬। অবশ্য টাইটেল স্পন্সরশিপ সংক্রান্ত কারণে এবার এই যজ্ঞের নাম দেওয়া হয়েছে টাটা আইপিএল ২০২৩। গতবারের মতোই এবারেও আইপি এল-এ খেলছে মোট দশটি টিম।

এবারের আইপিএল নিলাম অনুষ্ঠিত হয় কোচিতে ২৩ ডিসেম্বর তারিখে। হিসেব মতন এই সিজনে সবথেকে দামি প্লেয়ার হলেন স্যাম কুরান। তাকে ১৮.৫০ কোটি টাকায় কিনেছে পাঞ্জাব কিংস, মার্কিন ডলারের হিসাবে যে অঙ্কটা দাড়িয়েছে ২.৩ মিলিয়ানে। সেই ২০০৭ থেকে ধরলেও গোটা এই লিগের ইতিহাসেই এই অঙ্ক কেবল বেশিই নয়, রোমাঞ্চকর রকমের বেশি।

আগামী ৩১ মার্চ শুরু হয়ে ২৮ মে পর্যন্ত এবারের এই টি টোয়েন্টি মহাযজ্ঞ চলবে মোহালি, লখনউ, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই সহ সব মিলিয়ে দেশের ১২টি স্টেডিয়ামে । এর মধ্যে ২১ মে হবে শেষ লিগ ম্যাচ। টিমগুলিকে ভাগ করা হচ্ছে এ

এবং বি এই দুটি গ্রুপে। গ্রুপ এ-তে রয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, কলকাতা নাইট রাইডার্স, রাজস্থান রয়্যালস, দিল্লি ক্যাপিটালস এবং লখনউ সুপার জায়ান্টস, আর গ্রুপ বিতে রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বাঙ্গালোর, গুজরাট টাইটানস, পাঞ্জাব কিংস এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। কিন্তু গতবারের চেয়ে যেখানে এবারকার আইপিএল আলাদা সেটা হল, প্রতিটি দল এবার অন্য গ্রুপের পাঁচটি দলের সঙ্গে দুবার এবং অন্য চারটির সঙ্গে একবার করে অর্থাৎ সর্বমোট প্রতি দল ১৪ টি করে লিগ খেলবে। লিগ পর্বে ৩১ মার্চ থেকে ২১ মে পর্যন্ত ৫২ দিন ধরে ৭০টি ম্যাচ খেলা হবে । চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, মুম্বাই, কলকাতা, লখনউ, দিল্লি, আহমেদাবাদ, জয়পুর এবং মোহালি - দশটি নিয়মিত ভেন্যু ছাড়াও - কিছু ম্যাচ খেলা হবে গুয়াহাটি এবং ধর্মশালায়। হিসেব মতো প্রতি বিজয়ী টিম পাবে ২ পয়েন্ট এবং ড্র হলে দুটি টিমই ১ পয়েন্ট করে পাবে। এই সঙ্গে এবার ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার নীতি গ্রহণ করার কথা ভাবনা-চিন্তার স্তরে হলেও গ্রহণ করে বিসিসিআই নতুন ইতিহাস গড়তে চলেছে বলেই বিশেষজ্ঞ মহলের মত। এই নীতি অনুযায়ী ইনিংসের শুরুতে বা অন্তত ওভারের শেষে ক্যাপ্টেন এই প্লেয়ারকে বাছতে পারেন, বিশেষ করে ব্যাটসম্যান আউট হলে বা ব্যাটসম্যান ওভারের মধ্যিখানে খেলা থেকে অব্যাহতি নিলে ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার নেওয়া যেতে পারে , তবে যার জায়গায় এই প্লেয়ারকে নেওয়া হবে সেই প্লেয়ার সেই খেলায় আর অংশ নিতে পারবেন না। এছাড়াও ইম্প্যাকট প্লেয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো বেশ কিছু নীতি নিয়ম গ্রহণ করার কথা ভাবা হচ্ছে বলেই এখনো পর্যন্ত প্রস্তাবিত ।

বসন্ত উৎসব, আমার

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

এক সুন্দর ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল পুরাকালে। চশমার ভেতর দিয়ে জ্বলজ্বল করত তার চোখ। ঠোঁটে থাকত দুষ্টুমির সাজেশন-মাখা হাসি। তারপর সে আর বুড়ো হল না। বয়স থেমে গেল আচমকা। আজ, হেমন্তের দোরগোড়ায় পৌঁছে আমার কাছে সেই বন্ধুটিই আজও, বসন্তের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর।

বসন্তে রং উপচে পড়ে। পোড়ো ঘরবাড়ির ওপর দিয়ে বয়ে যায় দখিনা বাতাস। মনে আছে,বাগুইআটিতে থাকি তখন। রোজ ভিআইপি রোড পার হয়ে আপিস আসতে হত। ওই পথটুকু ছিল আমার মেন্টাল এক্সকারশন। হঠাৎ একদিন দেখতে পেতাম কেষ্টপুর পার হয়ে গাছে গাছে আগুন লেগেছে। বুঝতাম,এ সবই বসন্ত সমাগমে।

লিখতাম, একটি পলাশ ফুটবে আমি সেইদিকে চেয়ে আছি...

‘You can cut all the flowers but you cannot keep Spring from coming.’ —পাবলো নেরুদা বলেছিলেন।

আমি দেখেছি, বসন্তের সূচিমুখে নোংরা নর্দমার জল লেগে আছে, সে গেঁথে নিয়েছে নৃমুণ্ড। সৌন্দর্য অনেকসময় নিষ্ঠুর। আমাদের এই অদ্ভুত সময়ে বসন্তকাল তার সব সৌন্দর্য নিয়েও তাই ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুচেতনা জাগায়। আমার শহর আমাকে এমনই বসন্তকাল উপহার দেয় প্রতিবছর। যে বসন্তে একইসঙ্গে মৃত্যু ও প্রণয়বাসনা খচিত থাকে। সন্ত্রাস ও আবিরের দাগ নিয়ে রচিত হয়, বসন্তউৎসব ! বলুন।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন